

সত্যিই কি একদল শিশু সাঁতার কেটেছিল?

কাজী জহিরুল ইসলাম

আজ সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে। টিমটিমে বৃষ্টি না, বৃষ্টি পড়ছে ঝামঝাম করে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। গাড়ির উইন্ডশিল্ড ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। ওয়াইপার সর্বোচ্চ গতিতে চালিয়েও উইন্ডশিল্ডের জনধারাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। আমি কি এখন গাড়ি থামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো? একটি সমবেত কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ঝড়-বৃষ্টির শব্দের মধ্যে আমি সবসময় কোনো বিরহী নারীর কান্নার শব্দ শুনি। এর কারণ কি? আমি কি খুব ছোটবেলায় এক বৃষ্টির দিনে কোন বিরহী নারীকে কাঁদতে দেখেছি? সেই নারী কি আমার খুব কাছের মানুষ? অতি আপনজন? মানুষের মস্তিষ্ক কিছু জিনিস সারাজীবন ধারণ করে রাখে। একবার হয়েছে কি শুনুন।

শীতের সকাল। তখন পৌষ কিংবা মাঘ মাস হবে। এ সময়ে বাংলাদেশে ঝড়-বাদল হয় না। আমি অফিসের কাজে গেছি টাঙ্গাইল। টাঙ্গাইলের সুরুজে। ওখানে বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের একটি গ্রামীণ প্রযুক্তি কেন্দ্র আছে। ওরা ইংরেজীতে বলে রুরাল টেকনোলজি সেন্টার ফর বেসিক স্কুল (আরটিসিবিএস)। ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীমের আবিষ্কার। এই ড. ইব্রাহীম বারডেমের প্রতিষ্ঠাতা নন, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। তিনি ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়ালেখা শেখানোর পাশাপাশি সাবান-মোমবাতি বানানো শেখান। তারপর ওদেরকে কিছু টাকা দিয়ে বলেন, যাও ব্যবসা করে খাও। আইডিয়াটা মন্দ না। আমি গেছি অডিট করতে। স্কুলের হেডমাস্টার তসলিমা আপা একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। হিসাব-পত্রে তার মাথা খুব-ই কাঁচা। রুল করা খাতায় যেসব হিসাব-নিকাশ লিখে রেখেছেন তার প্রায় সব-ই ভুল। তসলিমা আপাকে যখন বলি, এইগুলি কি করেছেন, সবইতো ভুল। উনি বলেন, জি ভাই।

সারাদিন ওনার সঙ্গে খেচর খেচর করে মাথা ফাটি নাইন। রাতে খেতে গেছি সুরুজ বাজারে। মহাবাল মুরগির তরকারি আর পাতলা ছেড়ছেড়া মশুরির ডাল দিয়ে ডিনার খেয়ে স্কুলে ফিরে এসেছি রাত নয়টায়। নয়টা এমন কোন রাত না। কিন্তু সুরুজে নয়টা মহারাত। আমাকে যে ঘরটায় থাকতে দিয়েছে তার মেঝে কাঁচা। ঘরে কোন টেলিভিশন নেই। টিনের চালে ঠুশ করে কড়ুই গাছের পাতা পড়ে, আমি চমকে উঠি। একটা নির্জন স্কুলে আমি একা। শীতে, না ভয়ে জানি না, আমার হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছে। ঠিক তখনি আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো আর সাথে সাথে বিকট শব্দে বজ্রপাত হলো। আমাদের গ্রাম-দেশে বলে ঠেঁড়া পড়েছে। ঠেঁড়া যার ওপর পড়ে সে স্থির হয়ে যায়। ঠেঁড়া পড়া মানুষ মরে গিয়েও স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ ধাক্কা দিলে তখন লাশটা শুয়ে পড়ে। ঠেঁড়া পড়া লাশ মহামূল্যবান বস্তু। অনেক কাজে লাগে। আমি এখন অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে আছি। নড়তে পারছি না। আমার ওপর কি ঠেঁড়া পড়লো? কিছুক্ষণ শৌ শৌ শব্দে ঝড় হলো। তারপর বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টি। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শুনতে আমার একটুও ভালো লাগছে না। আমি শুধু মানুষের কান্না শুনতে পাচ্ছি। কষ্টের কান্না। মহাকষ্টের।

শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেল। জানালা খুলে বাইরে তাকালাম। এক পশলা ঠান্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকলো। আমি শীতে কাঁপতে শুরু করলাম। শীতের রাতে বৃষ্টি হলে তাপমাত্রা কি হিমাক্ষের নিচে নেমে যায়? টেবিলের ওপর একটা গ্লাস শাদা পিরিচ দিয়ে ঢাকা। গ্লাসের অর্ধেকটা ভরা টিউব-ওয়েলের পানি। আমি গ্লাসটা তুলে ঢকঢক করে পানি খাই। পানি খাওয়া উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো পরীক্ষা করে দেখা

গ্লাসের পানি বরফ হয়ে গেছে কি-না। ঝড়-বৃষ্টি মুছে গিয়ে আকাশে তারা উঠেছে। কোথেকে যেন একদল শিশুর কলধুনি ভেসে আসছে। একটু পড়েই সকাল হবে। একটু একটু করে আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। আমি লেপটা গায়ে জড়িয়ে দরোজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসি। কড়ুর গাছের নিচেই বসে পড়ি। ছোট কাজ, অসুবিধার কিছু নেই। কড়ুর গাছটার পেছনেই একটা মস্তবড় পুকুর। ঘুমের রেশটা কেটে যেতেই টের পাই শিশুদের যে সমবেত কলধুনিটা শুনতে পাচ্ছিলাম, ওটা ওই পুকুর থেকে আসছে। পুকুরের পানি শুকিয়ে তলায় ঠেকেছে। ওখানে একদল ছেলে-মেয়ে এই কনকনে শীতের সকালে মনের আনন্দে সাঁতার কাটছে আর হাসাহাসি করছে। এইটা কি করে সম্ভব? আমি ভয় পেয়ে এক দৌড় দিয়ে ঘরে চলে আসি।

শীতকালে ঝড়-বৃষ্টি হলেই এই ঘটনাটা আমার মনে পড়ে। আমি বহুবার এই ঘটনাটা স্বপ্নেও দেখেছি। আসলে সেদিন কি ঘটেছিল? সত্যিই কি একদল শিশু সেই শীতের সকালে পুকুরের পানিতে সাঁতার কেটেছিল? অনেক ভেবেছি। কোন উত্তর খুঁজে পাই নি।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৬